# বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 14, Issue 04, 2023


## বিএলআরআই এ 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' অনুষ্ঠিত

গৎবাধাঁ কাজ না করে সাহস, সততা ও আত্মনিবেদন নিয়ে কাজ করতে হবে। আবেগতাড়িত না হয়ে যুক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে। সমালোচনা না হলে শুদ্ধি আসে না। বিএলআরআই অতীতে কি কি কাজ করেছে তা আমরা জানি। কিন্তু বিএলআরআই ভবিষ্যতে কি করবে, ভবিষ্যৎ বিএলআরআইকে আমরা কোথায় দেখতে চাই তা এখনই পরিকল্পনা করতে হবে। দেশ যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, নিজের প্রয়োজনীয় সকল কিছু যেনো দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হয় এমন পরিকল্পনা ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে, খাদ্য করচ কমানো সম্ভব হয় এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। ২৩/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' এর অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ একথা বলেন।

বিএলআরআই কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৩/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার সকালে বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার। এছাড়াও সম্মনিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল এবং পরিকল্পনা কমিশনের বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইং এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব আরও বলেন, সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে আজকের এই কর্মশালা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ যেসব মতামত প্রদান করবেন সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আরও অনেক বেশি স্টেকহোল্ডার নিয়ে কাজ করতে হবে। এমনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেনো তা দেশের মানুষের কাজে লাগে। মাঠে সম্প্রসারণ করতে না পারলে গবেষণালব্ধ জ্ঞান মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বিএলআরআই সব সময় সকলের মতামত নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়ার চেষ্টা করে। বিএলআরআই বর্তমানে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এমন নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের কাজ করছে। খামারের খরচ কমানো, খাদ্য ব্যবস্থায় বিকল্প পুষ্টির উৎস খুঁজে বের করতে কাজ করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা উদ্ভাবনের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় পবিত্র কোরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কর্মশালার সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

স্বাগত বক্তব্যের পরে বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা (চতুর্থ সংস্করণ)" শীর্ষক বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিগণ মোড়ক উন্মোচন করেন।

উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের খামারিগণ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি সেশন। এবারের কর্মশালায় পাঁচটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত কারিগরি সেশনে সর্বমোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) ভেন্যুতে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ১০ (দশ) টি প্রবন্ধ, প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষ (দ্বিতীয় তলা) ভেন্যুতে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ১০ (দশ) টি প্রবন্ধ, ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) ভেন্যুতে "সোশিও ইকোনোমিকস অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৭ (সাত) টি প্রবন্ধ, ট্রেনিং ডরমিটরির সম্মেলন কক্ষ ভেন্যুতে "বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ১২ (বারো) টি প্রবন্ধ এবং পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের সম্মেলন কক্ষ (দ্বিতীয় তলা) ভেন্যুতে "অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন, ফিডস অ্যান্ড ফডার ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক পঞ্চম সেশনে ১০ (দশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) এর ছাদে চলমান বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ২৮ (আটাশ) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

## 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির সমাপনী ঘোষণা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব এটিএম মোস্তফা কামাল। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুইদিনব্যাপী চলা এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বলেন, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সারা পৃথিবী এই উন্নয়নকে স্বীকার করে, এর প্রশংসা করে, এর পিছনের কারণ জানতে চায়। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নের পিছনে কাজ করেছে তিনটি জিনিস। একটি হলো সরকারের কমিটমেন্ট-ইচ্ছা, দ্বিতীয় হলো প্রযুক্তি আর তিন নম্বর হলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো-নেটওয়ার্কিং।

বিএলআরআইতে নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞানীরা কখনো সন্তুষ্ট হবে না। সেটিসফেকশন ইজ ডেথ ফর সাইন্টিস্ট। বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন জ্ঞানের মধ্যে এবং পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে। প্রাণিসম্পদ খাতে ম্যাসিভ পরিবর্তন আনতে হবে, প্রোডাকটিভিটি বাড়াতে হবে। জিন এডিটেড জাত উদ্ভাবন করতে হবে। দেশকে কি দিতে পারলাম, সেটা সব সময় ভাবতে হবে।

উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

## যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিএলআরআই এ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৬/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক,শাখা প্রধানসহ ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এছাড়াও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগীয় ভবন ও প্রশাসনিক ভবনে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা করা হয়। একই সাথে বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহও পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণসহ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

## বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বিএলআরআইতে বর্ণাঢ্য আয়োজন

বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ আয়োজিত হয় দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন।

বেলা ১০.০০ ঘটিকায় বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য একটি র‍্যালি। উক্ত র‍্যালিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ মহোদয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এটিএম মোস্তফা কামাল মহোদয়, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন মহোদয়সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণের সাথে বিএলআরআই-এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি বিএলআরআই-এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে বকুল তলায় শিশুদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বিএলআরআই এর প্রধান ফটক হতে পথচারী ও দুঃস্থদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়।

বেলা ১১.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এটিএম মোস্তফা কামাল এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি) জনাব শাহজামান খান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। উক্ত আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই এর পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা। তিনি তার বক্তব্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান এবং সম্মানিত সচিব উপস্থিত হয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

আলোচনা সভায় বিশ্ব ডিম দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, ডিম খাওয়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ও ডিম উৎপাদনের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে উপস্থাপনা করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক এবং পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার।

উপস্থাপনার পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আলোচনা। আলোচনায় অংশ নেন পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ ও বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম এবং পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ ও বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। বক্তারা তাদের বক্তব্যে পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নকল্পে পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার এবং পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পোল্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আহ্বান করেন।

বিশেষজ্ঞগণের মতামত প্রদানের পরে আমন্ত্রিত অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথিগণ, সভাপতির বক্তব্যের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শাকিলা ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ বলেন, ডিম একটি সুপার ফুড। আমরা অনেকেই জানি না ডিমের গুরুত্ব কতটা। এই ধরনের দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের মাঝে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান, ডিমের পুষ্টিগুণ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি আরও অনুরোধ করবো, মেয়েরা/মায়েরা প্রতিদিন ডিম খাবেন। তাহলেই আমরা সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পাবো। এছাড়াও ডিম ও পোল্ট্রির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও অবকাঠামোগত সকল উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ আন্তরিকতার কথা ব্যক্ত করে এ বিষয়ে সকল প্রকার সহায়তা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এছাড়াও বিকেলে সাভারের গেরুয়ায় অবস্থিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়।

## বিএলআরআই'তে শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপিত

'শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে ১৮ই অক্টোবর বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ উদ্‌যাপিত হয় শেখ রাসেল দিবস ২০২৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে জাতীয় দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়।

বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে অস্থায়ী বেদিতে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক, সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানগণসহ ইনস্টিটিউটে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।

আলোচনা সভায় অতিথিদের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বক্তব্য রাখেন। এসময় তাদের বক্তব্যে শেখ রাসেলের নির্মল শৈশব, শৈশব জীবনের ঘটনাবলী, শৈশব বয়সেই তার মানসিক বিকাশ, প্রগাঢ় মেধা ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শনসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে শেখ রাসেল দিবস আয়োজনের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং শেখ রাসেলসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্যকে নির্মম হত্যার ঘটনা ব্যথাভরে স্মরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক মহোদয় শেখ রাসেলের জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করার পাশাপাশি উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আজকের এই দিবসের তাৎপর্য মাথায় নিয়ে আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করে যেতে হবে যেনো শিশুর বাসযোগ্য উপযুক্ত পরিবেশ আমরা নিশ্চিত করতে পারি। শিশুর মেধা বিকাশের সঠিক পরিবেশ তাকে দিতে হবে। তাহলেই কেবল ভবিষ্যতের সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন সত্যি হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে শেখ রাসেল সহ জাতির পিতার পরিবারের সকল শহীদ সদস্যের স্মরণে এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বিএলআরআই-এর কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হাসান ।

## বিএলআরআই'তে বাংলাদেশ বাফেলো এসোসিয়েশন (বিবিএ) এর বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বাফেলো এসোসিয়েশন (বিবিএ) এর আয়োজনে বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-২০২৩ গত ০৭/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-তে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমদাদুল হক চৌধুরী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড এর অ্যাডিশনাল ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব হাসিবুর রহমান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বাফেলো এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ ওমর ফারুক।

পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত এবং গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বাফেলো এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোঃ মুহসীন তরফদার রাজু। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এবং ভারতের মহিষের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ এর প্রতিনিধি ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী এবং ভারতের ড. অশোক কুমার বালহারা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ বলেন, মহিষের জেনোটাইপ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে মহিষের সম্প্রসারণও করতে হবে। মহিষের দুধের ও মাংসের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তাহলে খুব দ্রুতই মহিষের দুধ ও মাংসের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এজন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে অনুষ্ঠিত হয় টেকনিক্যাল সেশন। প্রথম টেকনিক্যাল সেশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আলী আকবর। পাশাপাশি প্রথম সেশনে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এটিএম মোস্তফা কামাল এবং বিএলআরআই'র সাবেক মহাপরিচালক ড. তালুকদার নুরুন নাহার। আর দ্বিতীয় সেশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএলআরআই'র সাবেক মহাপরিচালক ও লালতীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ড. কাজী মোঃ এমদাদুল হক। আর দ্বিতীয় সেশনে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিএলআরআই'র সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের পরিচালক (প্রাণিসম্পদ) ড. নাথু রাম সরকার এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক। দুইটি টেকনিক্যাল সেশনেই মহিষের উপর দেশব্যাপী চলমান বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প এবং গবেষণাগুলোর অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি একটি পোস্টার প্রেজেন্টেশন সেশনের মাধ্যমেও মহিষ নিয়ে নিজেদের গবেষণার অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

টেকনিক্যাল সেশনের পরে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) ডাঃ মলয় কুমার শূর এবং বিএলআরআই এর পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা। সমাপনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বাফেলো এসোসিয়েশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ রুহুল আমীন।

সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং মহিষ উন্নয়ন ও গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব। এরপর টেকনিক্যাল সেশনের ওরাল প্রেজেন্টেশন এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশন সেশনের সেরা উপস্থাপকদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

## বিএলআরআই এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএলআরআই) এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা কর্মশালা গত ১০/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩/১০/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করে প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি ভাগ হলো- নিউট্রিশন, ফিডস এন্ড ফিডিং ম্যানেজমেন্ট; বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট; সোশিও-ইকোনোমিকস এন্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ; অ্যানিমেল এন্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং এন্ড জেনেটিকস এবং অ্যানিমেল এন্ড পোল্ট্রি ডিজিজ এন্ড হেলথ। পর্যালোচনা কর্মশালায় বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবক বা পিআইগণ নিজ নিজ প্রকল্প তুলে ধরেন। আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ এবং অতিথিগণ এসময় প্রকল্পের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করেন এবং সঠিকভাবে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## বিএলআরআইতে "সাসটেইনলেবল ম্যানুউর ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনে অংশীজন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ গত ২০/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে "সাসটেইনলেবল ম্যানুউর ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনে একটি অংশীজন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণিসম্পদ খাতে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মিথেন নির্গমণ কমানোর জন্য জাতীয় নীতিমালা এবং ম্যানুয়াল প্রনয়নে বিএলআরআই এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএলআরআই-এর সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) আয়োজিত উক্ত মতবিনিময় সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও-এর প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (টিম লিডার) ড. জুলিয়াস মুচেমি এবং ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ড. খান শহিদুল হক। আর মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা। স্বাগত বক্তব্যের পরে এফএও ও বিএলআরআই-এর পারস্পরিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং "সাসটেইনলেবল ম্যানুউর ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ বলেন, প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএলআরআই-এর উচিত প্রাণিসম্পদ কেন্দ্রিক খামারগুলোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মিথেন গ্যাসের নির্গমণ হার কমানো। প্রাণীর খামার হতে উৎপাদিত বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কিভাবে এসব বর্জ্য থেকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পণ্য বা মডেল উদ্ভাবন করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির বিনিময়ে উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন যেনো প্রকৃতিবান্ধব হয়।

মত বিনিময় সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থা ও বিএলআরআই-এর ৬০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। শুরুতেই বিএলআরআই প্রণীত খসড়া সাসটেইনলেবল ম্যানুউর ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়ালটি উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যোবায়দা শোভনা খানম। এরপর উপস্থাপিত ম্যানুয়ালটির উপর গ্রুপভিত্তিক রিভিউ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ফিডব্যাকসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এর সকল সদস্যের সম্মিলিত উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ম্যানুয়ালটির চূড়ান্ত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় এবং মত বিনিময় সভাটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

## "সাসটেইনলেবল এন্টিরিক এমিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনে অংশীজন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ গত ১৯/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে "সাসটেইনলেবল এন্টিরিক এমিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনে একটি অংশীজন মতবিনিময়

সভা অনুষ্ঠিত হয়। গবাদি প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটিয়ে গবাদি প্রাণীর আন্ত্রিক মিথেন নির্গমণ কমানোর লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালা এবং ম্যানুয়াল প্রণয়নে বিএলআরআই এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএলআরআই-এর সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) আয়োজিত উক্ত মতবিনিময় সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এফএও-এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও-এর প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (টিম লিডার) ড. জুলিয়াস মুচেমি। আর মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং "সাসটেইনলেবল এন্টিরিক এমিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল" প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ।

এরপর আমন্ত্রিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মিথেন নিগর্মণের গুরুত্ব এবং জাতিসংঘ ও এনডিসি (Nationally Determined Contribution) ঘোষিত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের করণীয় শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এফএও-এর প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (টিম লিডার) ড. জুলিয়াস মুচেমি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রিনহাউজ গ্যাস কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের কাজ করতে হবে। গবাদি প্রাণীর আকার যদি বড় হয়, তাহলে সেসব প্রাণী থেকে দূষণও বেশি হয়।

তাই আমাদের নিজস্ব ছোট আকারের প্রাণীর জাতকেও ব্যবহার করে এসব জাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। জাত উন্নয়নের পাশাপাশি এদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনতে হবে। এতে করে এক দিকে যেমন গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিগর্মণ কমবে, তেমনিভাবে খাদ্য খরচও কমবে। এভাবে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ ও নিরাপদ প্রাণিসম্পদ খাত তৈরি করা সম্ভব হবে।

মত বিনিময় সভায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থা ও বিএলআরআই-এর ৬০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। শুরুতেই বিএলআরআই প্রণীত খসড়া "সাসটেইনলেবল এন্টিরিক এমিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়ালটি" উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ মানিক মিয়া। এরপর উপস্থাপিত ম্যানুয়ালটির উপর গ্রুপভিত্তিক রিভিউ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ফিডব্যাকসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এর সকল সদস্যের সম্মিলিত উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ম্যানুয়ালটির চূড়ান্ত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় এবং মত বিনিময় সভাটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

**উপদেষ্টা**

**ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন**
**মহাপরিচালক**

**সম্পাদনা পরিষদ**

**ড. নাসরিন সুলতানা**
**ড. ছাদেক আহমেদ**
**মোঃ আল-মামুন**
**দেবজ্যোতি ঘোষ**
**মোঃ জাহিদুল ইসলাম**